সমকাল

22 NOV 2013
৪ ৭

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা

সোনামণিদের প্রশ্নপত্রও ফাঁস!

চলমান প্রাথমিক ও সমমান সমাপনী পরীক্ষার প্রথম দিনে সীমিত হলেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে অভিযোগ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রমাণিত হয়েছে, তাতে আমরা যেমন হতাশ তেমনি ক্ষুব্ধ। শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য ২০১০ সালে প্রবর্তিত জাতীয়ভাবে একক প্রশ্নপত্র দিয়ে মেধা যাচাইয়ের এই আয়োজন কেবল অভিভাবক নয়, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ জাগিয়েছিল। প্রত্যাশা ছিল, এক অর্থে শিক্ষা জীবনের প্রথম আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালের পাঠ প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ফল বয়ে নিয়ে আসবে। আমরা দেখেছিও যে, পরবর্তী প্রাথমিক ও সমমান পরীক্ষাগুলোতে পাসের হার ক্রমে বেড়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও অসাধু উপায়ের কালো ছায়া থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। সাতক্ষীরা ও দিনাজপুরের মতো কয়েকটি জনপদে আটক প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের মিল পাওয়ার পর এ নিয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই যে, একটি গোষ্ঠী পাতকী অর্থের লোভে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটিতে গরল ঢালতে উদ্যত। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় মেধা, সততা ও স্বচ্ছতার শিক্ষা নিয়ে যেখানে পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষাগুলো কলুষমুক্ত থাকার কথা ছিল, সেখানে উচ্চতর পরীক্ষাগুলোর নেতিবাচক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হচ্ছে সোনামণিরা। আত্মঘাতী এই চর্চায় বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়ার অবকাশ নেই। আমরা চাই, প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ এর পুনরাবৃত্তির দুঃসাহস না দেখায়। পাশাপাশি প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার অভিভাবকদেরও আত্মোপলব্ধি জরুরি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছেছে অভিভাবক পর্যায়ের ব্যক্তিদের হাতে করেই। প্রাথমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীর অসাধু উপায় অবলম্বনের মতো অর্থ ও সংযোগ আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে হলে অভিভাবকদের সতর্কতা ও সচেতনতার বিকল্প নেই। তাদের মনে রাখতে হবে, আজকের ছোট অন্যায়ই পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যটিকে আগামীকাল বড় অন্যায়ের পানে ধাবিত করতে পারে। সেটা দেশ, সমাজ, পরিবার– কারও জন্যই মঙ্গলজনক হতে পারে না। তবে সবচেয়ে বেশি সতর্কতা চাই খোদ প্রশাসনে। প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক, কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারে না। এখন তারা কী করেন, সেদিকে আমাদের কড়া নজর থাকবে। অবিলম্বে দোষীরা আটক হলে এবং পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ না উঠলেই কেবল আমরা বুঝব, প্রথম অঘটনেই কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে।